দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ ... 13 JUN 2013 ...
পৃষ্ঠা ...... কলাম ......

শিক্ষার্থী-কর্মচারী সংঘর্ষ : যবিপ্রবি বন্ধ ঘোষণা

যশোর অফিস

যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (যবিপ্রবি) সাধারণ শিক্ষার্থীদের সাথে চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের সংঘর্ষ হয়েছে। কর্মচারীদের সাথে এলাকার কিছু উচ্ছৃঙ্খল লোক যোগ দেয়ায় পরিস্থিতি মারাত্মক আকার ধারণ করে। সংঘর্ষে এক শিক্ষার্থীসহ চারজন আহত হয়েছেন। আগুন দেয়া হয়েছে কর্মচারী ও বহিরাগতদের তিনটি মোটরসাইকেলে।

এ ঘটনায় ক্যাম্পাস অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করেছে কর্তৃপক্ষ। আবাসিক শিক্ষার্থীদের বিকেল ৪টার ভেতর হল খালি করার নির্দেশ দেয়া হয়। এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ বিজ্ঞান ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ড. সাইদুর রহমান মোল্লাকে প্রধান করে পাঁচ

যবিপ্রবি : পৃষ্ঠা : ২ ক : ২

যবিপ্রবি : বন্ধ ঘোষণা

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। তাদের সাতদিনের মধ্যে বলা হয়েছে রিপোর্ট জমা দেয়ার কথা। সংঘর্ষে চারজন আহত হয়। এদের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রডাকশন ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের ২য় বর্ষের ছাত্র হাসান মাহমুদ ওভ গুরুতর আহত হয়েছেন। কর্মচারী বাদশ ও সাহেব আলী এবং বহিরাগত আফজাল নামে এক ব্যক্তি আহত হয়।

যবিপ্রবি'র ছাত্ররা তাদের মাস্টার্সে ভর্তি এবং অনার্সের সেমিস্টার ফি কমানোর দাবিতে ক্যাম্পাসে বেশ কয়েকদিন ধরে আন্দোলন করে আসছিলেন। তাদের দাবির ব্যাপারে গতকাল দুপুর দেড়টায় ছাত্ররা ভিসির সাথে সাক্ষাৎ করেন। সাক্ষাতে ছাত্রদের পক্ষে ইতিবাচক সিদ্ধান্ত হওয়ায় তারা ভিসির কক্ষ থেকে বেরিয়ে ক্যাম্পাসে আনন্দ মিছিল করেছিলেন। এ সময় তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের সাথে বাকবিতণ্ডার এক পর্যায়ে সংঘর্ষ বাধে। চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী বাদশের নেতৃত্বে তাদের সাথে যোগ দেয় স্থানীয় কিছু যুবক। তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশের একটি মেসে হামলা চালায় এবং নিরীহ ছাত্রদের মারপিট করে। কোতোয়ালি থানার ওসি এমদাদুল হক শেখ জানান, বিশ্ববিদ্যালয়ে সংঘর্ষের কথা শুনেই দ্রুত ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা হয়েছে। এখন অবস্থা শান্ত। আলোচনার মাধ্যমে এলাকাবাসীকে সরিয়ে দেয়া হয়েছে. যবিপ্রবি'র জনসংযোগ কর্মকর্তা জানিয়েছেন, বহিরাগত ও শিক্ষার্থীদের সংঘর্ষের পর পরিস্থিতি এখন স্বাভাবিক হয়ে এসেছে। তবে এ ঘটনার পর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সব কটি হলই অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করেছে। বিকেল ৪টার মধ্যে ছাত্র-ছাত্রীদের হল ত্যাগের নির্দেশ দেয়া হয়। একইসাথে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা, ক্লাসসহ শিক্ষা কার্যক্রম স্থগিত হয়ে গেছে। ঘটনার কারণ অনুসন্ধানের জন্য তদন্ত কমিটি গঠন এবং কমিটিকে ৭ কার্যদিবসের মধ্যে প্রতিবেদন দাখিল করতে বলা হয়েছে